করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে ।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর ।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্বন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুদ্ধ/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন"র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী ।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি ।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর ।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.